স্মারক নং- ৬৫৭ তারিখ ঃ ০৪/১১/২৫
১) দৈনিক ইনকিলাব
২) দৈনিক বনিকবার্তা
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩ (১) ধারা মোতাবেক
নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
মোকাম-বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ও ১ম অর্থঋণ আদালত,গাজীপুর।
অর্থজারী মোকদ্দমা নং-২৭/২০২৪

সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

.....ডিক্রীদার।

-বনাম-

১। **কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড,** কারখানা ও কর্পোরেট অফিস ব্যরুণ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর, সাব-অফিস প্রিয় প্রাঙ্গাণ বাড়ী নং-১৯, রোড নং-১৭, ৭ম তলা কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

২। আব্দুল খালেক পাঠান, পিতা-মৃত আব্দুল পাঠান, মাতা- আলেক জান, চেয়ারম্যান, **কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড,** কারখানা ও কর্পোরেট অফিস ব্যরুণ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর, সাব-অফিস প্রিয় প্রাঙ্গাণ বাড়ী নং-১৯, রোড নং-১৭, ৭ম তলা কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

৩। মিসেস খালেদা পারভিন, পিতা-আব্দুল খালেক পাঠান, মাতা- ফিরোজা বেগম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক-**কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড,** কারখানা ও কর্পোরেট অফিস ব্যরুণ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর, সাব-অফিস প্রিয় প্রাঙ্গাণ বাড়ী নং-১৯, রোড নং-১৭, ৭ম তলা কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

৪। মাসুম পাঠান, পিতা-আব্দুল খালেক পাঠান, মাতা- ফিরোজা বেগম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক-**কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড,** কারখানা ও কর্পোরেট অফিস ব্যরুণ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর, সাব-অফিস প্রিয় প্রাঙ্গাণ বাড়ী নং-১৯, রোড নং-১৭, ৭ম তলা কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

৫। ফিরোজা বেগম, স্বামী-আব্দুল খালেক পাঠান, মাতা- কছিরুন নেছা, ব্যবস্থাপনা-**কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড,** কারখানা ও কর্পোরেট অফিস ব্যরুণ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর, সাব-অফিস প্রিয় প্রাঙ্গাণ বাড়ী নং-১৯, রোড নং-১৭, ৭ম তলা কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

.....দায়িকগন।

এতদ্বারা ডিক্রিদার সোনালী ব্যাংক পিএলসি দায়িকগণ নিকট পাওনা **৩১/০৭/২০২২ ইং** তারিখ পর্যন্ত **২৩,৬০,১০,২১৩.৩৭/- (তেইশ কোটি ষাট লক্ষ দশ হাজার দুইশত তেরো দশমিক তিন সাত)** টাকা আদায়ের নিমিত্তে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী নিলাম ক্রেতাদেরকে অত্র বিজ্ঞপ্তিসহ তাহাদের নিজস্ব প্যাডে বা সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, ঠিকানা প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় জামানতের বিবরণ লিখিয়া সহি স্বাক্ষরিত সীল মোহরকৃত টেন্ডার আহবান করা যাইতেছে। আগামী **২৬/১২/২৫** **ইং** তারিখে বেলা ২.০০ ঘটিকার মধ্যে নিলাম ক্রয়ে ইচ্ছুক প্রত্যেক দর দাতাকে জামানত স্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার আদালতের অনুকূলে দরপত্রের সহিত রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অথবা অফিসে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত দিবসে উপস্থিত দর দাতাদের সম্মুখে দরপত্র খোলা হইবে। সর্বোচ্চ দর গ্রহণের বিষয়টি আদালতের বিবেচনা সাপেক্ষে।

জেলা জজ ১ম আদালত গাজীপুর

শর্তাবলীঃ

১. আগামী **২৬/১২/২৫** **ইং** তারিখে বেলা ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে সরাসরি বা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে অত্র আদালতে রক্ষিত দরপত্র গ্রহনের বাক্সে নিলাম দরপত্র দাখিল করতে হবে।

২. নিলাম দরপত্র সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম দর পত্র দাতার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর যদি থাকে প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় লিখে সিল মোহরকৃত খামে দাখিল করতে হবে। খামের উপর "সম্পত্তি নিলামে ক্রয়ের দরপত্র" লিখে দাখিল করতে হবে।

৩. নিলাম দরপত্রের সাথে নিলাম দরপত্র দাতার জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হইবে।

৪. প্রত্যেক দরদাতাকে উদ্ধৃত্ত দর অনুর্ধ ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার শতকরা ২০%, উদ্ধৃত্ত দর-১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ-৫০,০০,০০০/-(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার শতকরা ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০/-(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে উহার ১০% এর সম পরিমাণ টাকা জামানত স্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার **যুগ্ম জেলা জজ ১ম ও অর্থঋণ আদালত,গাজীপুর** এর অনুকূলে যে কোন তফসিলি ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে দাখিল করিতে হইবে।

৫. দর দাতার অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত্ত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/-(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত্ত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৬০(ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক উদ্ধৃত্ত দর গৃহীত হবার ৯০(নব্বই) দিবসের মধ্যে সমূদয় মূল্য পরিশোধ করবেন এবং তাহা করতে ব্যর্থ হলে আদালত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।

৬. দরদাতাগণ বা তাদের প্রতিনিধিগণ (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) সম্মুখে ঐ একই দিন অর্থাৎ **২৬/১২/২৫** - **ইং** তারিখ দুপুর ০২.০০ ঘটিকায় দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

৭. দরপত্রের প্রদত্ত মূল্য অস্বাভাবিক, কম/অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হলে, একটি তফসিলের আংশিক সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য দরপত্র দাখিল হলে এবং কম জামানত প্রদান করা হলে কিংবা ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র দাখিল করা হলে দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮. তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা সরকারী বা শায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের যথা-সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, পল্লী বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি সহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবী থাকিলে তা পরিশোধের কোন দায়-দায়িত্ব ডিক্রীদার/ব্যাংক এর উপর বর্তাইবে না। প্রস্তাবকৃত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দর দাতাকে বহণ করতে হবে।

৯. উপরে বর্ণিত ক্রমিক নং ৫ এর অধীনে প্রথম দরপত্র দাতার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইলে উহা অর্থ আদালত ডিক্রীদারকে প্রদান পূর্বক ডিক্রীকৃত দাবীর সহিত উক্ত অর্থ সমন্বয় করিবে। এবং আদালত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানত একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপক্ষো কম না হইলে, আদালত অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৩ (৩) ধারা অনুযায়ী

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলামে খরিদ করিতে আহ্বান করিবেন, এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহুত হইবার পর উক্ত আইনের উপধারা ২(খ) এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে, তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ ডিক্রীদারকে ডিক্রীর দাবীর সহিত সমন্বয় করিবার জন্য প্রদান করা হইবে।

১০. দরপত্র জমা দেওয়ার পর ডিক্রীর প্রস্তাবিত সম্পত্তির গুণ, মাণ, পরিমান ও অবস্থা সম্পর্কে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১১. দরপত্র গৃহিত না হইলে জামানতের টাকা যথা সময়ে ফেরত দেয়া হবে।

১২. কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৩. সম্পত্তি রেজিষ্ট্রেশণ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ও অন্যান্য কর ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

১৪. আইনের বিধানমতে ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ সম্পত্তির দখল ক্রেতার অনুকুলে সমর্পনের ব্যবস্থা করা হইবে।

১৫. নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ডিক্রীদার ব্যাংকের অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করতে পারবেন।

স্থাবর সম্পত্তির তফসিল সম্পত্তির বিবরণ

তফসিল-খ

জেলা-গাজীপুর, থানা-জয়দেবপুর, মৌজা-মিরপুর, জে.এল.নং সি.এস ও এস.এ-৫৩৬, খতিয়ান নং সি.এস-৯২ (বিরানব্বই), এস.এ-২৩১ (দুইশত একত্রিশ), আর.এস-৪২৩ (চারশত তেইশ), মিউটেশন-২৩১/কাত, জোত নং-৪২৮-(চারশত আটাশ), ২৬৪ (দুইশত চৌষট্টি), ৫১৫ (পাঁচশত পনের), ৫১৬ (পাঁচশত ষোলো), দাগ নং-সি.এস ও এস.এ-৫৫১ (পাঁচশত একান্ন), আর.এস-১২৭৮ (এক হাজার দুইশত আটাত্তর), জমির পরিমাণ ৩৩ (তেতত্রিশ) শতাংশ ভূমি ও তদোস্থিত নির্মিত/নির্মিতব্য ইমারতাদি এবং স্থাপিত যন্ত্রপাতি। মালিক-কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড। যাহার চৌহদ্দিঃ-উত্তরে-আব্দুল খালেক পাঠান ও রাস্তা, দক্ষিণে ও পূর্বে আব্দুল খালেক পাঠান ও রাস্তা, পশ্চিমে-সিরাজউদ্দীন (রিপন প্যাকেজিং)।

অস্থাবর সম্পত্তির তফসিল সম্পত্তির বিবরণ

তফসিল-গ

১নং বিবাদী কোম্পানীর কারখানার অভ্যন্তরে প্লেজ গুদামে রক্ষিত বাদী ব্যাংকের স্টক রেজিষ্টার মোতাবেক প্লেজকৃত মালামালের বিবরণ নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক নং	মালামালের নাম	পরিমাণ
১.	কেয়া লেমন ডিটারেজন্ট ১০০০ গ্রাম	২৪,০০০ পিছ
২.	কেয়া লেমন ডিটারেজন্ট ৫০০ গ্রাম	৩,০০,০০০ পিছ
৩.	কেয়া লেমন ডিটারেজন্ট ২০০ গ্রাম	৪,০৫,২০০ পিছ
৪.	হোয়াইট প্লাস ১০০০ গ্রাম	২৪,০০০ পিছ
৫.	হোয়াইট প্লাস ৫০০ গ্রাম	৪,০৫,২০০ পিছ
৬.	হোয়াইট প্লাস ২০০ গ্রাম	২,৪০,০০০ পিছ
৭.	কেয়া বিউটি সোপ ১২৫ গ্রাম	১,৪৪,০০০ পিছ
৮.	কেয়া বিউটি সোপ ১০০ গ্রাম	২,১৬,০০০ পিছ
৯.	কেয়া বিউটি সোপ ৭৫ গ্রাম	৩,৬০,০০০ পিছ
১০.	কেয়া বিউটি সোপ ৫০ গ্রাম	৫,০৪,০০০ পিছ
১১.	কেয়া বিউটি সোপ ৩৫ গ্রাম	১,৪৪,০০০ পিছ
১২.	কেয়া বিউটি সোপ ২৫ গ্রাম	১,৪৪,০০০ পিছ
১৩.	কেয়া লাই গার্ড সোপ ১০০ গ্রাম	১,৪৪,০০০ পিছ
১৪.	কেয়া লন্ডী সোপ ১৩০ গ্রাম	৫,০৪,০০০ পিছ
১৫.	কেয়া বল সোপ ১৩০ গ্রাম	৩,৬০,০০০ পিছ
১৬.	কেয়া পেট্রোলিয়াম জেলী ১৫ মিলি	২,০৫,০০০ পিছ
১৭.	কেয়া পেট্রোলিয়াম জেলী ৫০ মিলি	১৫,৩০০ পিছ
১৮.	লিপ জেল ৬ গ্রাম	২৩,৬০০ পিছ
১৯.	চেপ ষ্টীক	১,২৬,০০০ পিছ
২০.	গ্লিসারিন ১২৫ গ্রাম	২৩,৫০০ পিছ
২১	একটিভ টুথ পেষ্ট ৪৫ গ্রাম	২০,০০০ পিছ
২২.	সেভিং ক্রীম ১০০ গ্রাম	১০,৫০০ পিছ
২৩.	পিকলি হিট পাউডার ১০০ গ্রাম	১০,৪০০ পিছ
২৪.	সোপ ফারফিউম ৪০ ড্রাম	৮,০০০ কেজি
২৫.	সালফনিক এসিড ৫০ ড্রাম	১২,৫০০ কেজি
২৬.	সোডিয়াম সালফেট গুয়ার	৫,০০০ কেজি

আদালতের আদেশক্রমে-

০৪/১১/২৫

সেরেস্তাদার

যুগ্ম জেলা জজ ১ম ও অর্থঋণ আদালত,গাজীপুর।